48995 - হাওযে কাউসার ও নহরে কাউসার

প্রশ্ন

কাউসার কী? এটি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আরবী ভাষায় কাউসার শব্দটি দ্বারা আধিক্যের অতিশয়ন বুঝানো হয়।

শরীয়তে এর দুটি অর্থ রয়েছে:

প্রথম অর্থ:

এটি জান্নাতের একটি নহর বা নদী, যা আল্লাহ তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ "আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি"[সূরা কাউসার: ১] দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউসারকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সহিহ মুসলিমে (৬০৭) বর্ণিত হয়েছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি হঠাৎ সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। তারপর মাথা তুলে মুচকি হাসলেন। আমরা বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! কীসে আপনাকে হাসালো?' তিনি বললেন: 'আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তিনি পড়লেন:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

"আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি। অতএব, (কৃতজ্ঞতাস্বরূপ) তোমার রবের উদ্দেশ্যে নামায পড়ো ও কুরবানী করো। আসলে তোমার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী লেজকাটা (নির্বংশ)।" তারপর বললেন: "তোমরা কি জানো কাউসার কী?" আমরা বললাম: 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।' তিনি বললেন: "এটি এমন একটি নদী যার ওয়াদা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। এতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। এটি একটি হাওয যাতে পানি পান করতে আমার উম্মতের লোকেরা কিয়ামতের দিন আসবে।" সম্পূর্ণ হাদীস।

তিরমিযী (৩২৮৪)-তে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলনে: “কাউসার জান্নাতরে একটি নদী। এর দুই তীর স্বর্ণরে। আর এর পানরি প্রবাহ মুক্তা ও ইয়াকূতরে উপর।... পূর্ণ হাদীস”[তরিমযিী বলনে: হাদীসটি হাসান। শাইখ আলবানী সহীহু সুনানতি তরিমযিী (৩/১৩৫)-তে এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

দ্বতিীয় অর্থ:

এটি একটি বশিাল হাওয। হাওয মানে: জলাশয়। কয়িামতরে দনি হাশররে মাঠে এটি স্থাপন করা হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে উম্মত এতে আসবে। এই হাওযরে পানি জান্নাতরে কাউসার নদী থকেে উৎসারতি হবে। তাই এর নাম হাওযে কাউসার। এর সপক্ষে দলীল হচ্ছে সহহি মুসলমিে (৪২৫৫) বর্ণতি হাদীস, আবু যার রাদয়িাল্লাহু বর্ণনা করনে: “জান্নাত থকেে দুটি নালা হাওযে প্রবাহতি হবে।” হাদীসটরি বাহ্যকি অর্থ হচ্ছে জান্নাতরে পাশে হাওয স্থাপন করা হবে যনে জান্নাতরে ভতেররে নদী থকেে এতে পানি প্রবাহতি হয়— যমেনটি ফাতহুল বারী (১১/৪৬৬) গ্রন্থে বলছেনে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কাউসার কি অন্যান্য নবীদরে পরবির্তে কবেল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে জন্য খাস; নাকি এমনটি নয়?

কাউসার নদী; যার থকেে হাওযে কাউসারে পানি প্রবাহতি হবে এমন কোনো কাউসাররে কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো নবীর ক্ষত্রেে বর্ণতি হয়নি। আল্লাহ সূরা কাউসারে এই কাউসাররে মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি অনুগ্রহ করার কথা উল্লখে করছেনে। তাই এটি অন্য নবীদরে পরবির্তে কবেল আমাদরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে জন্য খাস— এই সম্ভাবনা দূরবর্তী নয়।

হাওযে কাউসার: আলমেদরে মধ্যে মশহুর হলো: এটি আমাদরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে জন্য খাস। ইমাম কুরতুবী ‘আল-মুফহমি’ গ্রন্থে এ কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছেনে। কন্তিু তরিমযিী (২৩৬৭) কর্তৃক সংকলতি সামুরা (রাঃ) থকেে বর্ণতি হাদীসে বলছেনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “প্রত্যকে নবীরই হাওয রয়ছে। নবীগণ একে অন্যরে সাথে তার হাওযে আগত ব্যক্তদিরে সংখ্যাধক্যি নয়িে গর্ব করবে। আমি আশা করি যে আমইি হব সর্বোচ্চ-সংখ্যক।” হাদীসটরি সকল সনদ দুর্বল। কন্তিু, কছিু আলমে উক্ত হাদীসরে সনদরে আধক্যিরে কারণে হাদসিটকিে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করছেনে, যমেনটি শাইখ আলবানী ‘সহীহাহ’ (১৫৮৯) গ্রন্থে বলছেনে। কউে কউে এটি দুর্বল বলে গণ্য করছেনে। যদি হাদীসটি প্রমাণতি হয় তাহলে আমাদরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে জন্য কবেল কাউসার নদী খাস হবে; হাওযে কাউসার নয়। আর যদি প্রমাণতি না হয় তাহলে হাওযও তার জন্য খাস হওয়া দূরবর্তী নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সহীহ সুন্নাতে জান্নাতে বদ্যিমান নদী ও হাশররে ময়দানে স্থাপতি হাওযরে বশৈষ্ট্যিসমূহ বর্ণতি হয়ছে। জান্নাতরে কাউসার নদীর বশৈষ্ট্যিসমূহরে মধ্যে রয়ছে:

সহীহ বুখারীতে বর্ণতি হয়ছে, আনাস রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "আমি যখন জান্নাতে হাঁটছলিাম তখন এমন এক নদীর কাছে এলাম যার দুই ধার ফাঁপা মুক্তার গম্বুজ। আমি বললাম: 'হে জব্রিীল! এটা কি?' তনিি বললনে: 'এটা সইে কাউসার যা আপনার রব আপনাকে দয়িছেনে।' এরপর ফরেশেতা হাত দয়িে আঘাত করলনে তখন দখেলাম এর মাটি কংিবা ঘ্রাণ (রাবীর সন্দহে) মসিকে আযফার (তীব্র সুগন্ধযিুক্ত)।"

মুসনাদ আহমদে (১২০৮৪) বর্ণতি হয়ছে: আনাস রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "আমাকে কাউসার দওেয়া হয়ছে। এটি হচ্ছে মাটরি উপর প্রবাহতি একটি নদী। এর দুই প্রান্ত মুক্তার গম্বুজ। এর কোনো ছাদ নইে। আমি দুই হাত দয়িে এর মাটতিে আঘাত করে দখেতে পলোম এর মাটি মিসকে আযফার (উত্তম মানরে মসিক)। এর নুড়পিাথর হচ্ছে মুক্তা।"[হাদীসটি শাইখ আলবানী 'সহহিাহ' (২৫১৩) গ্রন্থে সহীহ বলে গণ্য করনে]

আনাস (রাঃ) থকেে মুসনাদ আহমাদরে এক রওেয়ায়তে (১২৮২৮) এ বর্ণতি হয়ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাউসার সম্পর্কে জজ্ঞিাসা করা হলে তনিি বলনে: 'এটি এমন এক নদী যা আল্লাহ আমাকে দয়িছেনে; অর্থাৎ জান্নাতে। এটি দুধরে চয়েওে সাদা ও মধুর চয়েওে মষ্টিি। এতে এমন কছিু পাখি আছে যগেুলোর গলা উটরে গলার মত (লম্বা)। উমর বলে উঠলনে: 'নশ্চিয় ঐ পাখগিুলো নয়োমতপ্রাপ্ত।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: 'পাখগিুলোর ভক্ষণকারীরা আরও অধকি নয়োমতপ্রাপ্ত।'[শাইখ আলবানী সহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব (৩৭৪০) গ্রন্থে এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

অন্যদকিে হাশরের ময়দানে অবস্থতি হাওযরে বশৈষ্ট্যিসমূহরে মধ্যে রয়ছে:

বুখারী (৬০৯৩) ও মুসলমি (৪২৪৪) বর্ণনা করনে: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "আমার হাওযরে প্রশস্ততা এক মাসরে পথরে সমান। এর কোণগুলো সমান। এর পানি দুধরে চয়েে সাদা। এর ঘ্রাণ মসিকরে চয়েে বশেি সুগন্ধযুক্ত এবং এর পানপাত্রগুলো হবে আকাশরে তারকার মতো অধকি। যে ব্যক্তি এর থকেে পান করবে সে আর কখনও পপিাসার্ত হবে না।"

সহহি মুসলমিে (৪২৬১) বর্ণনা করনে: আনাস রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "এতে থাকা স্বর্ণ-রৌপ্যরে পাত্রগুলোর সংখ্যা হবে আসমানরে তারকার সমান।" অন্য বর্ণনায়: "আসমানরে তারকাসমূহরে চয়েওে সংখ্যায় অধকি।"

সহহি মুসলমিে (৪২৫৬) সাওবান রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি হয়ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাওযরে পানীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তনিি বলনে: "এটি দুধরে চয়েওে সাদা এবং মধুর চয়েওে মষ্টিি। জান্নাত থকেে দুটি নালা এতে পানি প্রবাহতি করব। একটি স্বর্ণরে ও অন্যটি রৌপ্যরে।"

নিঃসন্দেহে হাওয সংক্রান্ত হাদীসগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির সনদে (বিপুল সংখ্যক সনদে) বর্ণিত হয়েছে, যেমনটা হাদীসবিদরা বলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পঞ্চাশের বেশি সাহাবী এ হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারী (১১/৪৬৮) গ্রন্থে এই হাদীসগুলোর বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করেছেন। এমনকি কুরতুবী সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল-মুফহিমে বলেছেন: 'শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যা জানা ও বিশ্বাস করা জরুরী তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে একটি হাওয প্রদান করেছেন। এর নাম, বৈশিষ্ট্য ও পানীয়ের কথা প্রসিদ্ধ ও সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই হাদীসগুলো সমষ্টিগতভাবে অকাট্য জ্ঞানের তথ্য প্রদান করে।...'

হাশরের ময়দানে এর অবস্থানস্থল সম্পর্কে আলেমরা মতভেদ করেছেন:

কেউ কেউ বলেছেন এটি পুলসিরাতের পরে থাকবে। কেউ বলেছেন এটি পুলসিরাতের আগে থাকবে। শেষোক্ত মতটিই অধিকাংশের মত এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। কারণ হাওযে আসবে এমন কিছু ব্যক্তিকে জাহান্নামে নেওয়া হবে। যদি এর অবস্থান পুলসিরাতের পরে হত তাহলে তারা এতে পৌঁছাতে পারত না। কেননা এর আগে তারা জাহান্নামে পড়ে যেত। আল্লাহর কাছে (জাহান্নাম থেকে) পানাহ চাই।

এই আলোচনার শেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াবহ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটি হলো:

উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রত্যেক সদস্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওয এবং তার সম্মানিত হাত থেকে পান করার সৌভাগ্য ও নিয়ামত লাভ করবে না। বরং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে এই উম্মতের কিছু মানুষকে হাওয থেকে সজোরে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই। তাহলে কারা এর থেকে পান করবে, আর কাদেরকেই বা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হবে?

উক্ত প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ, স্পষ্ট ও যথাযথ উত্তর দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; ফলে কোনো ওজর পেশকারীর কৈফিয়ত এবং পিছিয়ে পড়া ব্যক্তির প্রমাণ বাকি নেই। সহীহ মুসলিমে (৩৬৭) বর্ণিত আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) কবরস্থানে এসে (কবরবাসীকে উদ্দেশ্য করে) বললেন:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ

"ঈমানদার কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অচিরেই আল্লাহর মর্জি আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো।" এরপর তিনি বললেন: "নিশ্চয় আমাদের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছিল আমরা যদি আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পেতাম।" তারা বলল: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই?' তিনি বললেন: "তোমরা আমার সাহাবী। আর যারা আমাদের পরে আসবে তারা আমার ভাই।" তারা জিজ্ঞেস করল: 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন লোকদের আপনার উম্মত হিসেবে

কীভাবে চনিবনে, যারা এখনো (দুনয়িাতে) আগমন করনেি?' তনিি বললনে: 'তোমরা বল তো, যদি কোন ব্যক্তরি একদল কুচকুচে কালো ঘোড়ার মধ্যে সাদা কপাল ও সাদা পা-বশিষ্টি একটি ঘোড়া থাকে, তবে কি সইে ব্যক্তি তার ঘোড়াকে চনিতে পারবে না?' তারা বলল: 'হ্যাঁ; নশ্চিয় চনিতে পারব।' তনিি বললনে: 'তারা কয়িামতরে দনি অযুর বদৌলতে সাদা চহোরা ও সাদা পা-বশিষ্টি অবস্থায় আসব। আমি তাদরে আগইে হাওয কাওছারে উপস্থতি থাকব। একদল লোক আমার হাওয থকেে বতিাড়তি হব, যভোবে পথভোলা উটকে বতিাড়তি করা হয়। আমি তাদরেকে ডকেে বলব: তোমরা এদকিে এসো। তখন বলা হব: 'এসব লোক আপনার পর (দ্বীনকে) পরবির্তন করছে' তখন আমি বলব: "দূর হও, দূর হও।"

সহীহ বুখারী (৬৫২৮) ও মুসলমি (৪২৪৩) আবু হাযমে থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: আমি সাহলকে বলতে শুনছে, তনিি বলনে: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে: 'আমি হাউযরে কাছে তোমাদরে আগে উপস্থতি থাকব। যে ব্যক্তি হাওযে পৌঁছবে সে পান করবে এবং যে পান করবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। আর আমার কাছে এমন কছিু লোক আসব, যাদরেকে আমি চনিতে পারব এবং তারাও আমাকে চনিতে পারব। তারপর আমার ও তাদরে মধ্যে প্রতবিন্ধকতা তরৈি করা হব।' বর্ণনাকারী আবু হাযমে বলনে, আমি যখন তাঁদরে কাছে হাদীসটি পশে করি, তখন নু'মান ইবনু আবি 'আইয়্যাশ শুনে বললনে: তুমি কি সাহলকে এমনই বলতে শুনছে? তনিি বলনে, আমি বললাম: হ্যাঁ! তনিি বললনে: আর আমি আবু সাঈদরে ব্যাপারে সাক্ষ্য দচ্ছি যে তনিি আরো যোগ করনে: এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবনে: "তারা আমারই।" তখন তাকে বলা হব: "আপনি জাননে না তারা আপনার পরে কী কাজ করছে। আমি বলব: "আমার পরে যে পরবির্তন করছে, সে দূর হয়ে যাও, সে দূর হয়ে যাও।"

সহহি বুখারী (২১৯৪) ও মুসলমি (৪২৫৭)-তে বর্ণতি আছ: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি: অচনো উটকে যমেনভাবে হাওয থকেে সরয়িে দওেয়া হয় সভোবে আমি কছিু মানুষকে আমার হাওয থকেে সরয়িে দবি।"

কুরতুবী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "আমাদরে সমস্ত আলমে (আল্লাহ তাদরে প্রতি রহম করুন) বলনে: কউে যদি আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করে অথবা তাতে এমন কছিু উদ্ভাবন করে যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন এবং যার অনুমতি তনিি দনে না সে হাওয থকেে বতিাড়তি ও প্রত্যাখ্যাত হব। এদরে মধ্যে সর্বাধকি জঘন্যভাবে বতিাড়তি হবে এমন ব্যক্তি যে মুসলমিদরে জামায়াত ত্যাগ করছে এবং তাদরে পথ ছড়েে দয়িছে। যমেন: খারজেীরা ও তাদরে নানা দল-উপদল, রাফজেরিা তাদরে বভিন্নি বভি্রান্তসিহ, মুতাযলিা সম্প্রদায় এবং আরো যারা তাদরে পদাঙ্ক অনুসরণ কর। অনুরূপভাবে ঐ সমস্ত যালমে যারা যুলুম-সীমালঙ্ঘনরে ক্ষত্রেে বাড়াবাড়ি করছে, সত্যকে চাপা দয়িছে, সত্যপথরে অনুসারীদরে হত্যা ও লাঞ্ছনা করছে, প্রকাশ্যে কবীরাহ গুনাহতে লপি্ত হয়ছে ও তা নয়িে তুচ্ছ-তাচ্ছল্যি করছে এবং বচি্যুত-বভি্রান্ত-বদিাতীদরে দল ...।"[কুরতুবীর 'আত-তাযকরোহ' (৩০৬)]

সুতরাং বান্দার করণীয় হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অনুসরণে প্রচষ্টো করা এবং কোনো আদর্শকি বষিয়ে

তাঁর বরিোধতিা না করা; তাহলে আশা করা যায় যে আল্লাহ তাকে এই বরকতময় হাওয থকেে পানি পান করার অনুগ্রহ দান করবনে। নতুবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সামনে থকেে ঠলেে সরয়িে দওেয়ার চয়েে বড় লাঞ্ছনা ও অপমানরে বষিয় আর কীইবা হতে পার! অথচ ব্যক্তি তখন এতটাই পপিাসার্ত হবে যে সে আর সহ্য করতে পারবে না। এমন অবস্থায় তাকে পবত্রি, ঠাণ্ডা পানি পান করা থকেে বাধা দয়ো হব। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দূরে সরে যাওয়া ও বতিাড়তি হওয়ার দোয়া করার মাধ্যমে তার শাস্তি, লাঞ্ছনা ও আফসোসরে মাত্রা আরও বৃদ্ধি করে দওেয়া হব। আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এমনটি কল্পনা করাও তো একপ্রকার শাস্তি। আর স্বচক্ষে দখো ও এর সম্মুখীন হওয়া কমেন হতে পার?!

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তনিি যনে আমাদরে ও আমাদরে মুসলমি ভাইদরেকে তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করা এবং বদিআত ও অবাধ্যতা পরহিার করার তৌফকি দান করনে। ... আমীন। সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহরে রব আল্লাহর জন্য।

দখেুন শাইখ উমর আল-আশক্বার রচতি ‘আল-কয়িামাতুল কুবরা’ (পৃ. ২৫৭-২৬২), ‘আল-জান্নাহ ওয়ান-নার’ (পৃ. ১৬৬-১৬৭) এবং হাফযে ইবনে হাজার রচতি ‘ফাতহুল বারী’ (১১/৪৬৬)।